দলিল-প্রমাণের আলোকে

আধুনিক মাসআলার সমাধান

প্রথম খণ্ড

মুফতী আনিসুর রহমান
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামেয়া আরাবিয়া আনওয়ারুর রাহমানীয়া ঢাকা
খতিব, বায়তুল হোসাইন জামে মসজিদ, আদর্শবাগ ঢাকা

আল-খিদমাহ প্রকাশনী
ঢাকা-বাংলাদেশ

বইটি সম্পর্কে বড়দের অভিমত

শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফি রহ. বলেন–

উস্তাযুল হাদীস মুফতী আনিসুর রহমান কর্তৃক সংকলিত "দলিল-প্রমাণের আলোকে আধুনিক মাসআলার সমাধান" নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব প্রকাশিত হতে যাচ্ছে–শুনে আমি আনন্দিত হলাম। আমার মনে হয় কিতাবটি আলেমসমাজ ও জনসাধারণসহ সর্বস্তরের লোকদের জন্য উপকারী হবে।

দোয়া করি আল্লাহ তা'আলা যেন লেখককে উভয় জাহানে–এর প্রতিদান দান করেন, এবং বেশিবেশি দ্বীনি খিদমত করার তাওফিক দান করেন।

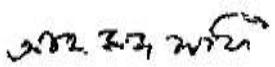

আহমদ সফি
২৫-১০-১৪২৯হি.

মাওলানা মোবারক করিম পীর সাহেব উজানী রহ. বলেন–

বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষতার যামানায় দৈনন্দিন মানুষ 'আধুনিক' নামক ধ্বংসাত্মক ছোবলে আক্রান্ত হচ্ছে। সমাজে সৃষ্ট নিত্য-নতুন বিষয়াবলী ও সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে সাধারণ জনতা। এহেন পরিস্থিতিতে উলামায়ে কেরামও নিশ্চেষ্ট বসে নেই। তাঁরা সমাধান দিচ্ছেন নবউদ্ভাবিত সকল আধুনিক সমস্যাবলীর।

আমি শুনে অত্যন্ত খুশী হলাম যে, নবীন আলেমেদ্বীন মুফতী আনিসুর রহমান দলিল-প্রমাণের আলোকে 'আধুনিক মাসআলার সমাধান' নামে একটিগ্রন্থ সংকলন করেছেন। দোআ করি মহান আল্লাহ তা'আলা যেন লেখকের এই প্রয়াসকে কবুল করেন— আমীন।

(মাওলানা) মোবারক করিম
০৫/১১/১৪২৯ হিজরি

মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা মুফতী ফজলুল হক আমিনী এমপি রহ. বলেন–

ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে জানতে ও বুঝতে হলে প্রচুর পড়াশুনা ও গবেষণা যেমন দরকার তেমনি আন্তরিক সদিচ্ছা, মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহার ও পরিশ্রম সমানভাবে প্রয়োজন। ব্যক্তি জীবনে ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয়ে জানতে হলে কৌতূহলের পাশাপাশি দরকার অনুসন্ধিৎসা।

আশার ও সুখের কথা যে, এ সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখেই বর্তমানে অনেক তরুণ আলেম কলম হাতে নিয়েছেন। মুফতী আনিসুর রহমান দলীল-প্রমাণের আলোকে 'আধুনিক মাসআলার সমাধান' নামক একটি বই লিখেছেন। বর্তমান সময়ের চাহিদা পুরণে বইটি যথেষ্ট অবদান রাখবে বলে আমি আশাবাদী। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের নেক কাজগুলো কবুল করুন— আমীন।

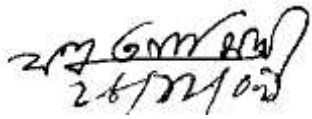

মুফতী ফজলুল হক আমিনী

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী শফিকুল ইসলাম দা. বা. বলেন–

জামিয়াতু ইব্রাহীম সাইনবোর্ড ঢাকার ১৪২৯ হিজরী সনের ইফতা সমাপণী ছাত্র আমার একান্ত স্নেহধন্য মুফতী আনিসুর রহমান যুগোপযোগী গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তার আধুনিক মাসআলা সমূহ আমি দেখেছি–এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেছি।

দোয়া করি, আল্লাহ যেন লেখককে দ্বীনের মুখলেস খাদেম হিসেবে কবুল করেন এবং এই কিতাবটি দ্বারা সবাইকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করেন। আমীন।

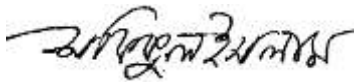

মুফতী শফিকুল ইসলাম
২২/১২/২০০৯ ইং

শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুর রহমান দা. বা. বলেন–

আমি অত্যন্ত খুশি হলাম, আমার স্নেহাস্পদ শিষ্য মুফতী আনিসুর রহমান দলিল প্রমাণের আলোকে 'আধুনিক মাসআলার সমাধান' নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন। লেখক দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের জামেয়ায় অত্যন্ত সুনামের সাথে অধ্যয়ন করেছেন। তাই তার দ্বারা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়ার আস্থা আমার রয়েছে। দোয়া করি আল্লাহ যেন লেখক ও তার গ্রন্থটিকে কবুল করেন। আমীন।

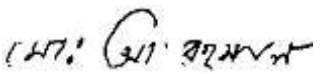

আল্লামা আব্দুর রহমান
২৩/১২/২০০৯ ইং

শায়খুল হাদীস আল্লামা তাজুল ইসলাম দা. বা. বলেন–

ইসলামের পরিপূর্ণ আনুগত্যের জন্য একান্ত অপরিহার্য হল, ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। সেই সাথে প্রয়োজন সমসাময়িক আধুনিক যোগোপযুগী সমস্যা ও জিজ্ঞাসার সঠিক সমাধান ও অভ্রান্ত জবাব জানা। এজন্য প্রয়োজন ব্যাপক জ্ঞানচর্চা ও ইসলামী বই-পুস্তক অধ্যয়ন করা।

এরই ধারাবাহিকতা হিসাবে আমাদের মাদরাসার সুনামধন্য মুহাদ্দিস মুফতী আনিসুর রহমান কর্তৃক সংকলিত "দলিল-প্রমাণের আলোকে আধুনিক মাসআলার সমাধান" কিতাবটি সঠিক অর্থে যুগের চাহিদা ও দাবী পূরণ করেছে। যা ফাতাওয়া, হাদীস, এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার বললেই চলে। প্রাণখুলে দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন লেখককে এবং বক্ষমাণ গ্রন্থটিকে কবুল করেন, এবং আরো বেশি বেশি ইখলাসের সাথে কলমী খিদমত করার তাওফীক দান করেন। আমীন

আল্লামা তাজুল ইসলাম
১২/১১/২০০৯ ইং

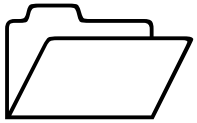

মাসআলাগুলো যেভাবে সাজানো আছে

অধ্যায় ঃ ইমান-আকীদা	
শীয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে	২৩
কাদিয়ানী সম্প্রদায় সম্পর্কে	২৪
মুসলমানকে কাফের বলা	২৫
Communist কমিউনিস্ট, নাস্তিক পিতা-মাতার অনুগত	২৫
গণক-জ্যোতিষীর মাধ্যমে ভাগ্য নির্ণয় করা	২৬
নবমুসলিমের মর্যাদা	২৭
নবীযুগের ঘটনাবলীর কাল্পনিক ভিড়িও ফিল্ম তৈরি করা	২৭
ক্যালেন্ডারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাদুকা মোবারকের ছবি	২৮
নবীগণ মা'ছুম (নিষ্পাপ)	৩০
সাহাবায়ে কেরামদের সমালোচনা করা	৩১
"মোস্তফা জানে রহমত পর লাখো সালাম" পাঠ করা	৩১

বিদ'আতী ও বাতিল মতাদর্শী আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখা	৩২
কুফর-শির্ক আকীদাসম্পন্ন পীরের মুরিদ হওয়া	৩৩
উচ্চস্বরে জিকির	৩৪
তাসবীহ-এর ছড়া গণনার জন্য ব্যবহার করা	৩৫
বিনা অজুতে তাসবিহ পাঠ করা	৩৫
মহিলাদের বা'য়আত করানো	৩৬
কাফেরের রক্ত মুসলমানের শরীরে প্রবেশ করানো	৩৬
অধ্যায় ঃ ইল্‌ম	
হক্বানী ওলামায়েকেরামকে গালি দেওয়া, অপমাণ করা	৩৯
জাগতিক জ্ঞান অর্জন করা সম্পর্কে	৪০
পিতা-মাতা, উস্তাজ ও শায়েখদের সম্মানার্থে দাঁড়ানো	৪০
চেহারা পর্দার অন্তর্ভুক্ত	৪১
ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সভাসমাবেশ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উদ্বোধন	৪৩
মাইকে শবিনা পড়া	৪৩
টেপরেকর্ডার থেকে কুরআন তেলাওয়াত শোনা	৪৪
পুরাতন কুরআন শরীফ ও ধর্মীয় কিতাবাদির হুকুম	৪৫
কুরআন মাজিদ হেফজ করে ভুলে গেলে!	৪৬
অনারবী ভাষায় কুরআনের উচ্চারণ পড়া	৪৬
কুরআনের আয়াত ও হাদীস লিখা কাগজে প্যাকেট/পুটলা তৈরি করা	৪৭
অমুসলিমদের কুরআন শিখানো	৪৮
অমুসলিমদের সালামের জবাব	৪৮
অর্থ না বুঝে কুরআন তেলাওয়াত করা	৪৯
জান্নাতী মহিলাদের হুর সম্পর্কে	৪৯
আয়াতুল কুরসী লিখিত গলার লকেট ব্যবহার	৫০

তাবলীগ জামাতের লোকদের মসজিদে ঘুমানো	৫১
মহিলা তাবলীগ জামাত [মাসতুরাত]	৫২
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মলমূত্র ও রক্তের পবিত্রতা সম্পর্কে	৫৩
ইবলীস শয়তান "মুয়াল্লিমুল মালাইকা" কথাটির সত্যতা	৫৪
ইবলীস শয়তান "মুয়াল্লিমুল মালাইকা" কথাটির সত্যতা	৫৫
দাঁড়ি রাখার পরিমাণ	৫৬
টুপি পরিধান করার বিধান	৫৬
জ্বীনে আক্রান্ত ব্যক্তির কথার গ্রহণযোগ্যতা	৫৭
অধ্যায় ঃ ত্বহারাত-পবিত্রতা	
ওজুরপর ইঞ্জেকশন বা স্যালাইন পুশ করা	৫৯
Endoscopy এন্ডোসকপি করলে ওজুর হুকুম	৫৯
Indwelling catheter নল দিয়ে প্রস্রাব করলে ওজুর হুকুম	৬০
ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে গর্ভাশয়ে বীর্য পৌঁছালে গোসলের হুকুম	৬১
মোবাইল-ফোনে ছোট বাচ্চার পেশাব লাগলে	৬১
মোবাইল ও কম্পিউটারে বিনাওজুতে কুরআন-হাদিস স্পর্শ করা	৬২
ব্যান্ডেজ লাগানো অবস্থায় ওজু-গোসলের হুকুম	৬২
ওয়াসিংমেশিনে কাপড় ধোঁয়া	৬৩
পেট্রোল দিয়ে কাপড় ধোঁয়া	৬৪
ইংলিশ বাথরুম ব্যবহার করা	৬৫
কুরআন মাজিদের লেখাবিহীন অংশ বিনা ওজুতে স্পর্শ করা	৬৫
ধর্মীয় গ্রন্থাবলী বিনা ওজুতে স্পর্শ করা	৬৬
দু'হাতবিহীন ব্যক্তির ওজু-ইস্তেঞ্জায় করণীয়	৬৬
ইস্তেঞ্জায় ঢিলা-পানি উভয়টি ব্যবহার করা	৬৭
ট্রেনের বাথরুমের হুকুম	৬৭

ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজার হুকুম	৬৮
নখপালিশ লাগিয়ে ওযু ও নামায	৬৯
চুল-দাঁড়িতে খেজাব, ওযু-গোসলে এর হুকুম	৬৯
কৃত্রিম বা ভরাটকৃত দাঁতের ওযু-গোসলে করণীয়	৭১
টিসু পেপার ব্যবহার	৭১
ফ্লোর, কার্পেট, কম্বল পবিত্র করার পদ্ধতি	৭২
ওযু-গোসলে প্লাষ্টিকের কৃত্রিম হাত-পায়ের হুকুম	৭৩
প্লাস্টারের ওপর মাসেহ করা	৭৪
প্লাস্টার খুলে ধৌত করলে ক্ষতস্থানের ক্ষতি হবে না–তবে অন্য ক্ষতি হবে	৭৪
Test tube টেস্টটিউব -এর মাধ্যমে বীর্য প্রবেশ করাণো	৭৫
কৃমি বের হলে ওজুর হুকুম	৭৫
ট্যাংকির পানির হুকুম	৭৬
নতুন কাপড় পরিধান করার আগে ধৌত করা	৭৭
নাপাক পানি ফিল্টার করা	৭৭
ওজুর পানির ছিটা কাপড়ে লাগলে	৭৮
সহবাসকালীন পরিধানকৃত কাপড়ের হুকুম	৭৯
রাস্তার ময়লা পানির হুকুম	৭৯
দুধের বাচ্চার প্রস্রাব	৮০
দুধের বাচ্চার বমির হুকুম	৮১
ওজুর পর বাচ্চাকে দুধ পান করালে	৮১
দুধের বালতিতে গোবর পাওয়া গেলে করণীয়	৮১
পায়ের ফাটা ছিদ্রে বেজলিন লাগিয়ে ওজু-গোসল	৮২
আঙ্গুলে ভোটের কালো দাগ নিয়ে ওজু-গোসল	৮৩
হাতে রং লেগে থাকলে ওজু-গোসল	৮৩
লিপিস্টিক লাগিয়ে ওজু-গোসল	৮৪
ওজুর অঙ্গ থেকে প্রবাহিত পানি	৮৪

গোসলের পর ওজু	৮৫
ওজুর পানি অঙ্গ থেকে মুছে ফেলা	৮৫
ফোড়া-গুটা, জখম টিপে রক্ত বের করা	৮৬
কান থেকে বের হওয়া পুজের হুকুম	৮৭
জমিতে পানি দেওয়ার জন্য ড্রেনের পানির হুকুম	৮৭
মেসওয়াক করার কারণে; দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত বের হলে করণীয়	৮৮
প্রস্রাবের ফোটা লজ্জাস্থানের বাইরে না আসলে	৮৮
ওজুর পর মসজিদে বসে ঘুমানো	৮৯
ওজু-গোসলের পর লজ্জাস্থানে হাত লাগলে বা গাইরে মাহরামের দিকে নজর পড়লে!	৮৯
দাঁড়ি, গোঁফ ও ভ্রুয়ের নিচের চামড়া ধৌত করা	৯০
কিবলার দিকে প্রস্রাব করা, থুথু ফেলা	৯১
কাপড়ের মৌজার ওপর মাসেহ করা	৯১
সর্বদা ধাতু বের হতে থাকলে–ওজু গোসলে করণীয়	৯২
স্ত্রী সহবাসকালীন বের হওয়া–ঘামের হুকুম	৯৩
গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় তেলাওয়াত, জিকির, দু'আ ও আজানের জবাব	৯৩
তৈল নাপাক হয়ে গেলে–পাক করার পদ্ধতি	৯৪
দুধ, ঘি, সিরা পবিত্র করার পদ্ধতি	৯৫
কাফেরের ঝুঁটা [উচ্ছিষ্ট] খাবারের হুকুম	৯৫
চোখ থেকে বের হওয়া পানির হুকুম	৯৬
বাথরুমে প্রবেশের দু'আ পড়ার সময়	৯৬
অধ্যায় ঃ তায়াম্মুম	
দূরের সফরে ট্রেন বা বাসে তায়াম্মুম করার বিধান	৯৮
ট্রেনের বড়িতে তায়াম্মুম করা	৯৯
প্যারালাইসিস রোগীর তায়াম্মুমের হুকুম	৯৯

ঠাণ্ডাজনিত কারণে তায়াম্মুম করা	১০০
টাইলসের ওপর তায়াম্মুম করা	১০০
খনিজ পদার্থ কয়লার ওপর তায়াম্মুম করা	১০১
সুরমার পাথরের ওপর তায়াম্মুম করা	১০১
চুনা লাগানো দেয়ালে তায়াম্মুম করা	১০১
অধ্যায় ঃ হায়েয-নেফাস	
হায়েয চলাকালীন করণীয় ও বর্জনীয়	১০৪
ওষুধ সেবন করে হায়েয বন্ধ করা	১০৪
ব্যাগে কুরআন-কিতাব থাকাকালীন হায়েয শুরু হয়ে গেলে করণীয়	১০৬
হায়েয অবস্থায় তাফসির ও ফিকহের কিতাব স্পর্শ করা	১০৬
হায়েয চলাকালীন কুরআন-হাদিসের দরস প্রদান	১০৭
মাদরাসার ছাত্রীদের হায়েয চলাকালীন দরসে বসা ও ইবারত পড়া	১০৭
হায়েয অবস্থায় বাচ্চাদের কুরআন শিক্ষা দেয়া	১০৮
হায়েয চলাকালীন বাচ্চাদের নূরানী কায়দা পড়ানো	১০৮
হায়েয অবস্থায় দু'আ-দরুদ ও ধর্মীয় বই-পুস্তক পাঠ	১০৯
হায়েয চলাকালীন সহবাস করে ফেললে	১০৯
সিজার অপারেশনে বাচ্চা প্রসব হলে নেফাসের হুকুম	১১০
সিজারে বাচ্চা হয়ে–অল্প দিনে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে	১১১
হায়েয-নেফাসগ্রস্থ মহিলার ব্যবহৃত পানির হুকুম	১১১
লিকুরিয়া রোগীর হুকুম	১১২
অধ্যায় ঃ আযান–ইকামত	
আযান, কুরআন তেলাওয়াত, যিকির মোবাইল রিংটোন	১১৪
রেকর্ডিংকরা আযান মাইকে সম্প্রচার করা!	১১৪
আযানের আওয়াজ শুনলে কুকুর ঘেউঘেউ করা	১১৫
ফযরের আযানের পর ঘরেঘরে গিয়ে নামাযের জন্য ডাকা	১১৫

বসে বসে আযান দেওয়া	১১৬
তিলাওয়াত, ওয়াজ-নসিহত ও দরস চলাকালীন আযানের জবাব	১১৬
একসাথে একাধিক আযানের জবাব	১১৭
জুম'আর খুতবার আযানের জবাব	১১৮
আযানে কালিমায়ে শাহাদাত শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলি চুমু খাওয়া	১১৮
দ্বিতীয় জামাতে আযান-ইকামত	১১৯
'হাইয়্যালাল ফালাহ' বলার সময় দাঁড়ানো	১২০
ইকামত চলাকালীন ইমাম মিহরাবে বসে থাকা	১২১
আযানের পূর্বে মাইকে দরুদ শরীফ পড়া	১২২
ওয়াক্ত আসার আগে আযান দেওয়া	১২২
দাঁড়ি মুণ্ডনকারীর আযান	১২৩
আযানের পর হাত তুলে মুনাজাত	১২৩
বিনা ওজুতে আযান	১২৪
মুয়াযযিন ব্যতিত অন্য কেউ ইকামত	১২৫
জুম'আর দ্বিতীয় আযান কোথায় দিবে	১২৫
আযান-ইকামতে কোন বাক্য আগ-পিছ হয়ে গেলে	১২৬
একাএকা নামাযে আযান ইকামতের বিধান	১২৭
ইকামতের জবাব	১২৭
ইকামতের স্থান ও ডানে বামে চেহারা ফিরানো	১২৭
নবজাতকের কানে আযান-ইকামত	১২৮
জন্মের পর নবজাতকের কানে আযান-ইকামত দিতে না পারলে	১২৯
মোবাইল কলের মাধ্যমে নবজাতকের কানে আযান-ইকামত	১২৯
মহিলাদের নামাযে আযান-ইকামত	১৩০
অধ্যায় ঃ নামায [নামাযের সময়]	
ফরয নামাযের উত্তম সময়	১৩৩

ইশরাকের সময় ও রাকাতসংখ্যা	১৩৩
চাশতের সময় ও রাকাতসংখ্যা	১৩৪
সিজদায়ে তিলাওয়াত, কাজা নামায ও জানাযা আসরের পর পড়া	১৩৪
হারামাইনে হানাফিদের আসর নামায	১৩৫
মাগরিব নামাযের ওয়াক্ত	১৩৬
নামায পড়ার নিষিদ্ধ সময়	১৩৬
অধ্যায় ঃ নামাযের জরুরি মাসায়েল	
নামাযে মোবাইল-ফোন বেজে উঠলে করণীয়	১৩৮
নামায চলাকালীন পকেট থেকে মোবাইল বের করে রিংটোন দেখা	১৩৯
নামায চলাকালীন পকেট থেকে মোবাইল বের করে নাম্বার দেখা	১৩৯
নামায চলাকালীন মোবাইলে কথা বলা	১৪০
নামাযীর সামনে মোবাইলস্ক্রীনে প্রাণীর ছবি থাকা	১৪০
মোবাইল ফোন বন্ধের এ'লান	১৪১
নামাযে লাউডস্পীকার ব্যবহার	১৪১
নামাযে কুরআন শরীফ দেখে-দেখে তিলাওয়াত করা	১৪২
নামায চলাকালীন ঘড়ি দেখে টাইম চাওয়া	১৪৩
মক্কা-মদিনার ছবি সম্বলিত জায়নামাযে নামায	১৪৩
নামাযরত অবস্থায় আঙ্গুল ফুটানো	১৪৩
Identity card আইডেন্টিকার্ড বা ছবিযুক্ত টাকা পকেটে নিয়ে নামায পড়া	১৪৪
ফটোযুক্ত কাপড় পরিধান করে নামায	১৪৫
প্রাণীর ফটো দিয়ে সাজানো কামরায় নামায ও তিলাওয়াত	১৪৫
সংবাদপত্র বিছিয়ে নামায	১৪৬
গোবর দিয়ে লেপা জমিনে নামায	১৪৬

নামায চলাবস্থায় মাথা থেকে টুপি পড়ে গেলে	১৪৭
পাতলা উড়না পরিধান করে মহিলাদের নামায	১৪৭
কিবলার দিক নির্ণয় অসম্ভব হলে	১৪৮
হেরেম শরীফ ও হেরেমের বাইরে নামায আদায়কারীদের কিবলার দিক	১৪৯
নিয়ত করার সময় রাকাত সংখ্যা ভুল করলে	১৪৯
ভিড়ের কারণে সামনের মুসুল্লির পিঠ বা স্বীয় উরুর ওপর সিজদা	১৫০
রুকু বা সিজদা অবস্থায় ঘুমিয়ে গেলে	১৫১
সূরা-কেরাত জানেনা এমন ব্যক্তির নামায	১৫১
নামাযে কেরাত জোরে ও আস্তে তিলাওয়াতের কারণ	১৫২
নামাযে দু'টি ওয়াজিব ছুটে গেলে–একটি সাহু সিজদা	১৫৩
সিজদাবস্থায় পা জমিন থেকে উঠে গেলে	১৫৩
নামাযীর সামনে সুতরা রাখা	১৫৪
রফয়ে ইয়াদাইন তথা হাত উত্তোলন	১৫৫
বিতরের তৃতীয় রাকাতে রফয়ে ইয়াদাইন	১৫৬
হানাফী মাযহাবের লোক হারামাইনে বিতর পড়লে	১৫৬
বিতরে দু'আ কুনুত পড়তে না জানলে	১৫৭
তারাবীহ ৮ রাকাত না–২০ রাকাত	১৫৭
হানাফী হাফেজ গাইরে মুকাল্লিদ মসজিদে তারাবিহের জন্য নিয়োগ হলে	১৫৮
হাত বাধার স্থান	১৫৯
সূরা ফাতিহার পর আমিন পড়া	১৬০
তাশাহহুদ পড়ার পর আঙ্গুলের মুষ্টির করণীয়	১৬১
টুপিবিহীন হাফহাতা জামা পরে নামাজ	১৬১
নামায চলাকালীন হাওয়া বের হতে না দিলে	১৬২
নামাযে কান্না করা	১৬৩

অধ্যায় ঃ ইমামতী ও জামাতে নামায

AC / শিতাতপ নিয়ন্ত্রিত মসজিদে নামায	১৬৫
টেলিভিশনে ইমামের ইক্তেদা	১৬৫
মসজিদের জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে–মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া	১৬৬
মসজিদে হারামে পুরুষ-মহিলা একসাথে জামাতে দাঁড়ালে	১৬৮
নামাযরত অবস্থায় মৃত্যু হয়ে গেলে	১৬৯
দ্বিতীয় জামাত	১৭০
একই মসজিদে একসাথে দু'টি জামাত	১৭০
ইমাম দ্বিতীয় তলায়–আর মুসুল্লি নিচতলায়	১৭১
দ্বিতীয়তলা খালি রেখে তৃতীয়তলার মুসুল্লিদের–নিচতলার ইমামের ইক্তেদা	১৭১
মসজিদে সভাপতির নামাযের স্থান নির্ধারণ করা	১৭২
ঘরের মধ্যে খতমে তারাবীহে মহিলাদের অংশগ্রহণ	১৭২
শুধুমাত্র মহিলারা একাকী জামাতে নামায পড়া	১৭৩
স্বামী-স্ত্রীর জামাত; একসাথে দাঁড়াবে–না আগপিছ হয়ে	১৭৪
ইজতেমার ময়দান বা বড় মাঠে জামাতের কাতার সংযোজন	১৭৪
ছোট বাচ্চাদের নিয়ে মসজিদে আসা	১৭৫
মসজিদে শুরগোল হলে–বাধা দেওয়ার নিয়ম	১৭৬
বিদ'আতী ইমামের ইকতিদা	১৭৬
ব্যাংকের সাথে সুদী লেনদেনকারী ইমামের ইকতেদা	১৭৭
খেলার ম্যাচ, গান-বাজনা, ছবি দেখে–এমন ইমামের ইমামতী	১৭৮
অবিবাহিত ইমাম	১৭৯
নাবালেগ হাফেজের পেছনে–বালেগ মুসল্লির নামায	১৭৯
গাইরে মুকাল্লিদ ইমামের পিছনে নামায	১৮০
রাসূল সা.-কে আলিমুলগাইব, হাজির-নাজির আকীদা পোষণকারীর পেছনে নামায	১৮১

অন্ধ ব্যক্তির ইমামতী	১৮২
বিনা অপরাধে ইমামকে ইমামতী থেকে অপসারণ করা	১৮২
পুরুষত্বহীন ব্যক্তির ইমামতী	১৮৩
বালিকা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের ইমামতী	১৮৪
মা'যুর ব্যক্তির ইমামতী	১৮৫
চেয়ারে বসে ইমামতী	১৮৫
মুকতাদীর হুকুম মোতাবেক কেরাত পড়া	১৮৬
ইমামের পিছনে কিরাত পড়া	১৮৬
হানাফী মসজিদে গাইরে মুকাল্লিদ মুসুল্লি–জোরে আমিন বলা	১৮৭
গানের সুরে তেলাওয়াত করা এবং নিষ্প্রয়োজনে রুকু-সিজদায় বিলম্ব করা	১৮৮
সালাতুত তাসবীহ জামাতে পড়া	১৮৮
মুখে দূর্গন্ধ নিয়ে জামাতে অংশগ্রহণ	১৮৯
ফরয নামাযের পর হাত তুলে সম্মিলিতভাবে দু'আ করা	১৮৯
রুকুর শেষদিকে জামাতে শরীক হলে	১৯১
মাসবূক ব্যক্তি ইমামকে প্রথম বা শেষ বৈঠকে পেলে করণীয়	১৯১
অধ্যায় ঃ মা'জুর ব্যক্তির নামায	
কখন থেকে মা'জুর হিসেবে গণ্য হবে	১৯৪
বিমানে বা গাড়ির সিটে সুস্থব্যক্তি বসে নামায পড়লে	১৯৫
প্রাইভেটকারে বসে ইশারায় নফল নামায পড়া	১৯৫
চেয়ারে বসে নামায	১৯৬
চেয়ারে বসে টেবিলে সেজদা করা	১৯৭
সূরা-কেরাত দাঁড়িয়ে পাঠ করার পর, চেয়ারে বসে ইশারায় রূকু-সিজদা করা	১৯৭
মা'জুর ব্যক্তিদের নামাযে দাঁড়ানোর স্থান	১৯৮
প্রস্রাবের থলে সাথে নিয়ে নামায পড়া	১৯৯
স্যালাইনের বোতল চলাকালীন নামায	১৯৯

বিনা ওজরে বসে নফল নামায পড়া	২০০
পাগল ব্যক্তির নামায	২০১
বোবা ব্যক্তির নামায	২০১
কুজো ব্যক্তির নামায	২০২
বায়ূ বের হওয়ার অসুস্থতার কারণে–মসজিদে তারাবীহ পড়তে না পারলে	২০২
বসে বসে নামায আদায়কারীর রুকু	২০৩
অধ্যায় ঃ কাযা নামায	
উমরী কাযা	২০৫
কাযা নামাযের ফিদিয়া বর্তমান হিসাব অনুযায়ী	২০৫
ইনজেকশনে অজ্ঞান অবস্থায়; ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা	২০৬
নেশাকরে উম্মাদ অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামায	২০৭

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝٩ ﴾

বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? (সুরা জুমার: ০৯)

অধ্যায় ঃ ইমান-আকীদা

প্রসঙ্গ ঃ শীয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে

প্রশ্ন ঃ বর্তমান শীয়া সম্প্রদায় মুসলমান কী ?

উত্তর ঃ শীয়া সম্প্রদায়ে বিভিন্ন দল-উপদল রয়েছে। বর্তমানের শীয়ারা অধিকাংশ ফেরকায়ে ইমামীয়া অথবা ফেরকায়ে ইসনা আশারীয়া মতাবলম্বী। তাদের আকিদা বিশ্বাসে মারাত্মক ধরণের গলত রয়েছে যা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। যেমন–তাদের বিশ্বাস হলো, ওহী নাযিল হওয়ার ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে এবং কুরআন নির্ভুল নয়। আবু বকর সিদ্দিক রা. ও ওমর রা. সহ বহু সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য–এমনকি তাঁদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করে থাকে। আয়েশা রা.- এর চরিত্রের ওপর জঘন্যতম কালিমা লেপন করেছে। পুরো মুসলিম উম্মাহকে পথভ্রষ্ট মনে করে থাকে। এ ধরণের আরও বহু জঘণ্য আকিদা-বিশ্বাস লালন করে থাকে। সুতরাং শীয়া সম্প্রদায় মুসলামান নয়; এরা কাফের।

📖 **সূত্র.** সূরা বাকারা, আয়াত-০২ #সূরা তাকবীর, আয়াত-১৯, ২০, ২১ #সূরা ফাতাহ, আয়াত-১৮ #তাফসীরে খাজেন, খ.৪ পৃ.১৬২ #বুখারী শরীফ, হাদিস নং-৭২২২ #তিরমিযী শরীফ, হাদিস নং-৩৮৬৬ #মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-৮০৮ #মুসলিম শরীফ, হাদিস নং-২৫৪০ #তাতারখানীয়া, খ.৭ পৃ.৩৬৭ #মিরকাতুল মাফাতীহ, খ.১১ পৃ.১৩৫ #শামী, খ.৪ পৃ.২৩৭ #হিন্দিয়া, খ.২ পৃ২৬৪

۞ الم* ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ : بقرة أية٢

۞ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ : فتح أية١٨

۞ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ * وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ : تكوير أية١٩-٢٢

۞ عَنْ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا، فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ أَبِي إِنَّهُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ : بخاري الرقم٧٢٢٢

۞ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا

نَصِيفَهُ : مسلم الرقم٢٥٤٠

۞ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى شَرِّكُمْ : ترمذي الرقم٣٨٦٦

প্রসঙ্গ ঃ কাদীয়ানী সম্প্রদায় সম্পর্কে

প্রশ্ন ঃ মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারী কাদীয়ানী সম্প্রদায় মুসলমান কী ?

উত্তর ঃ কাদিয়ানী সম্প্রদায় সম্পর্কে সকল ওলামায়ে কেরাম ঐকমত্য যে, কাদিয়ানীরা কাফের। কেননা তারা সরাসরি পবিত্র কুরআন ও হাদিস এবং খতমে নবুয়তের অস্বীকারকারী। এছাড়াও বিভিন্ন বাতিল আকিদায় বিশ্বাসী।

📖 **সূত্র.** সূরা আহযাব, আয়াত-৪০ #ইবনে কাসীর, পৃ.৩০৪০ #বুখারী শরীফ, হাদিস নং-৩৫৩২ #মুসলিম শরীফ, হাদিস নং-২৩৫৪ #আবূদাউদ শরীফ, হাদিস নং-৪২৫২ #তিরমিযী শরীফ, হাদিস নং-২২১৯ #আকিদাতুত ত্বহবী, পৃ.১৭৬

۞ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا : سورة الأحزاب أية٤٠

۞ وَقَدْ أخبر تبارك وتعالى في كتابه العزيز أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَنَّ كُلَّ مَنِ ادَّعَى هَذَا الْمَقَامَ بَعْدَهُ فَهُوَ كَذَّابٌ أفاك دجال ضال مضل : إبن كثيرص٣٠٤٠

۞ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالمُشْرِكِينَ وَحَتَّى يَعْبُدُوا الأَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلاَثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي: ترمذي الرقم٢٢١٩

۞ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا العَاقِبُ (العاقب) الذي ليس بعده أحد من الأنبياء : بخاري الرقم٣٥٣٢

প্রসঙ্গ ঃ মুসলমানকে কাফের বলা

প্রশ্ন ঃ কোন মুসলমানকে কাফের বলা যাবে কী ?

উত্তর ঃ কোন মুসলমানকে কাফের হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া; কাফের বলা আদৌ জায়েয নেই। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, যাকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা হলো– বাস্তবে যদি সে কাফের না হয়ে থাকে, তাহলে এ কাফের অপবাদটি যিনি দিয়েছেন– তার কাছে ফিরে আসবে। না'উজুবিল্লাহ।

সুতরাং নিশ্চিত না হয়ে কাউকে কাফের অপবাদ দেওয়া কখনো উচিত হবে না।

📖 **সূত্র.** মুসলিম শরীফ, হাদিস নং-৬০ #শরহু নববী, খ.১ পৃ.৫৭ #দুররুল মুখতার, খ.৪ পৃ.২২৪ #ফাতহুল কাদির, খ.৫ পৃ.৩৪৭ #আলমগীরী, খ.২ পৃ.২৭৮

۞ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ : مسلم الرقم٦٠

۞ لَا يُفْتَى بِكُفْرِ مُسْلِمٍ أَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ أَوْ كَانَ فِي كُفْرِهِ اخْتِلَافٌ : شامي جـــــــــــــــــــ٤صـــــــــــــ٢٢٤

প্রসঙ্গ ঃ Communist কমিউনিস্ট, নাস্তিক পিতা-মাতার অনুগত

প্রশ্ন ঃ কমিউনিস্ট, নাস্তিক পিতা-মাতা যদি সন্তানকে তাওহীদ রিসালাতে বিশ্বাসী হতে বাধা দেয়, নামায রোযা শরীয়তের অন্যান্য বিধিবিধান পালন করতে নিষেধ করে, তাহলে তাদের অনুগত হওয়া জরুরী কী ?

উত্তর ঃ পিতা-মাতার আনুগত শুধুমাত্র বৈধ কাজে ওয়াজিব। শরীয়াহ বিরোধী কাজে তাদের অনুস্বরণ করা জায়েয নেই। যেমন তাওহীদ রেসালাতে বিশ্বাসী হতে বা শরীয়তের বিধিবিধান পালন করতে যদি বাধাপ্রদানকরে, সেক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা জায়েয নেই।

📖 **সূত্র.** সূরা লোকমান, আয়াত-১৫ #মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১৮৩৯ #মুসান্নাফ

ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং-৩৩৭১ #কেফায়াতুল মুফতী, খ.৫ পৃ.২৪৪ #উসমানী খ.২ পৃ.২৯

۞ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ : لقمن١٥

۞ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ: مصنف إبن أبي شيبه ألرقم٣٣٧١

প্রসঙ্গ ঃ গণক-জ্যোতিষীর মাধ্যমে ভাগ্য নির্ণয় করা

প্রশ্ন ঃ গণক-জ্যোতিষীর মাধ্যমে ভবিষ্যত ভাগ্যনির্ধারণ যেমন হায়াত-মউত, ধনী-গরিব, সুখ-শান্তি নির্ণয় করা শরীয়ত সম্মত কী?

উত্তর ঃ গাইব তথা অদৃশ্যের ইল্‌ম এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অবগত আছেন। পৃথিবীর কোন মানুষ এ ব্যাপারে অবগত নয়। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির শুরুলগ্নেই মানুষের তাকদীর লিপিবদ্ধ করে ফেরেশতাদের কাছে সোপর্দ করে দিয়েছেন।

সুতরাং মানুষের হাত ও শরীরের মধ্যে তাকদীর সম্পর্কে কোন কথা লিখা আছে–এমন বিশ্বাস করা মারাত্মক গোনাহ ও শিরক। কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে এর কোন ভিত্তি নেই। এমনকি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও এর কোন ভিত্তি নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এ ধরনের লোকের কাছে যায়, তার চল্লিশ দিনের ইবাদত কবুল হয় না।

📖 **সূত্র.** সূরা আন'আম আয়াত নং-৫৯ #সূরা লোকমান, আয়াত-৬৪ #ইবনে কাসীর, খ.৩ পৃ.২৬৪ #মুসলিম শরীফ, হাদিস নং-১২৫ #মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-১৬৬৩৮ #মেশকাত শরীফ, খ.২ পৃ.৩৯৩ #মেরকাত খ.৪ পৃ.৫২৭ #আল মাফহাম, খ.৫ পৃ.৬৩৫ #শামী খ.১পৃ.৪৫ #কিতাবুল ফাতাওয়া, খ.১ পৃ.৩৫৮

۞ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ :سورة الأنعام أية٥٩

۞ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا : مسلم الرقم١٢٥

প্রসঙ্গ ঃ নবমুসলিমের মর্যাদা

প্রশ্ন ঃ নবমুসলিম যিনি অন্যধর্ম ছেড়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছেন, তার মর্যাদা সম্পর্কে ইসলাম কি বলে ?

উত্তর ঃ হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, কোন লোক পবিত্র ইসলামধর্ম গ্রহণ করলে তাঁর পূর্বের সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সে যে কোন পেশাজীবি হয়ে থাকুক; ইসলাম গ্রহণের পর তাকে কটাক্ষ করে ভৎসনা করা, হেয়-প্রতিপন্ন করা, ছোট নজরে দেখা ইসলামে জায়েয নেই; কবিরা গোনাহ। বিবাহ শাদী লেনদেন ইত্যাদি সকল কর্মকান্ড বিনা দ্বিধায় মুসলমান ভাই হিসেবে তার সাথে করবে। কোনরকম তফাৎ করা যাবে না।

📖 **সুত্র.** বুখারী শরীফ, হাদিস নং-৪৮ #ফাতহুলবারী, খ.১ পৃ.১১২ #মুসলিম শরিফ, হাদিস নং-১৮২ #বায়হাকী, হাদিস নং-১৮১৯০ #ইবনেমাযাহ, হাদিস নং-৬৯ #মুআত্তামালেক পৃ.২৩০ #উমদাতুলকারী, খ.১ পৃ.২৭৮ #মেশকাতশরীফ, খ.১ পৃ.১৪ #শরহু ফিকহীল আকবার, পৃ.১৯৫ #মাহমুদীয়া খ.৩ পৃ.৪৪২

۞ قَالَ:أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ :مشكوة جـــ١صـــ١٤

۞ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَسَلَّمَ قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ :بخارى الرقم٤٨

۞ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ مَا فِيهِ وَمَا لَيْسَ فِيهِ يُرِيدُ بِذَلِكَ عَيْبَهُ:فتح البارى جـــ١صـــ١١٢

প্রসঙ্গ ঃ নবীযুগের ঘটনাবলীর কাল্পনিক ভিড়িও ফিল্ম তৈরি করা

প্রশ্ন ঃ নবীযুগের ঘটনাবলীর আলোকে কাল্পনিক ফিল্ম তৈরি করা এবং এগুলো দেখা জায়েয কী ?

উত্তর ঃ নবীযুগের ঘটনাবলীর আলোকে ফিল্ম তৈরি করা একেবারে অনর্থক বেহুদা একটি কাজ। এরসাথে শরীয়তের নূন্যতম কোন উপকার সম্পৃক্ত নেই, বরং ক্ষতি রয়েছে। কেননা এ ধরণের ফিল্ম মিথ্যা, মনগড়া ও কাল্পনিক। এ ধরণের ফিল্মের কারণে প্রিয়ধর্ম ইসলাম হাস্য বিনোদনে পরিণত হয়। যারফলে উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে। সুতরাং এ ধরণের ফিল্ম বানানো, প্রচার-প্রসার করা, ব্যবসা করা সম্পূর্ণ না জায়েয।

📖 **সূত্র.** সূরা লোকমান, আয়াত নং-৬ #সূরা মুমিনূন, আয়াত নং-৩ #তিরমিযী শরীফ, হাদিস নং-২৩১৭ #তাতারখানীয়া, খ.৭ পৃ.৩১৬ #শরহু ফিকহিল আকবার, পৃ.১৭৪

۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ : لقمان أية٦

۞ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ : ترمذي الرقم٢٣١٧

۞ من أهان الشريعة...كفر : شرح الفقه الأكبر صـــــــــــ١٧٤

প্রসঙ্গ ঃ ক্যালেন্ডারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাদুকা মোবারকের ছবি

প্রশ্ন ঃ ক্যালেন্ডারে রাসূল সা. -এর পাদুকা মোবারক অঙ্কিত যে ছবি ব্যাপক প্রচার-প্রসার করা হচ্ছে; তাকি বাস্তবে রাসূল সা. -এর পাদুকার ছবি?

উত্তর ঃ বর্তমানে ক্যালেন্ডারে অঙ্কন করা রাসূল সা.-এর পাদুকা মোবারকের আকৃতি বলে যে ছবি ব্যাপাক প্রচার-প্রসার করা হচ্ছে, তা যে বাস্তবে রাসূল সা.-এর পাদুকা; একথার নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই এগুলোর ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটানো থেকে বিরত থাকবে। এবং এগুলোর প্রতি কাউকে উৎসাহিত করবে না। এগুলোকে